দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএম সরষে খারিজ করার ১০ কারণ

আপনাদের কি মনে আছে যে ২০১০ সালে বিটি বেগুনের মতো GMO (জিন পরিবর্তিত শস্য) আমাদের খাবারে ঢোকেনি বা আমাদের ক্ষেতেও পৌছাতে পারেনি।বিটি বেগুনের মতো GMO একেবারেই অপ্রয়োজনীয়,অনাবশ্যক এবং সুরক্ষাবর্জিত। এমনটা ঘটেছিল,কারণ তখন ভারত সরকার বিটি বেগুনের পরিবেশ–মুক্তির বিষয়ে অনির্দিষ্টকালীন নিষেধাদেশ জারি করেছিল। এই বাণিজ্যিক চাষের বিষয়ে সরকার এই সিদ্ধান্ত নেয় বহু কিছু বিচার করেই ।পাঁচ বছর পর এখন আবার একটি GM খাদ্যশস্যের বাণিজ্যিক চাষের সম্মতির বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এটি হল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের GM সরষে (GM সরষে হাইব্রিড DMH 11)।

এই সরষে কেন খারিজ করা উচিত তার ১০টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে পর পর তুলে ধরছি:

১। **জিন পরিবর্তনের কারিগরি একেবারেই নিরাপদ নয়:**জিন কারিগরি হল প্রাণী জগতের সঙ্গে যুক্ত উদ্ভিদ প্রজনন কারিগরি যা অস্বাভাবিক ও অনায্য,অপরিবর্তনীয় এবং নিয়ন্ত্রণ রহিত যা আমাদের খাদ্য ও চাষ ব্যবস্থায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।স্বভাবতই এর প্রভাব পড়বে আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর। চাষে ঝুঁকি, চাষি ও উপভোক্তার বেছে নেওয়ার ক্ষমতালোপ এবং বাজার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা—এ সবই হল GMO পরিবেশ–মুক্তির ফল।GM শস্য ও খাদ্যের খারাপ প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন http : //indiagminfo.org/? p = 657

২। **জি এম সরষে একটি ট্রয়ের ঘোড়া:**এই সরষেকে দেখানো হচ্ছে সরকারি ক্ষেত্রের GMO হিসেবে।ভাবখানা এমন যেন জৈব সুরক্ষার দিক থেকে দেখলে সরকারি GMO স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বেসরকারি GMO–র চেয়ে বেশি নিরাপদ। সরকারি GMO বেসরকারি GMO–র মতো সমান বিপজ্জনক। আমাদের খাদ্য ও চাষে GMO নিয়ে ব্যাপক জনরোষের কারণেই মনসান্টোর মতো কোম্পানি নিয়ন্ত্রকের বিবেচনা তালিকায় থাকা জি এম ভুট্টা বিষয়ক আবেদন নিয়ে এখনকার মতো চুপচাপ আছে। যাতে সরকারি ক্ষেত্রের সুড়সুড়ি সমন্বিত জিএম সরষে আগেই অনুমোদন পায় এবং ফলত বিবেচনা তালিকায় থাকা GMO–র অন্তর্ভুক্তির সুবিধা হবে। এই জিএম সরষে হল সেই 'ট্রয়ের ঘোড়া'।

৩। **এই সরষে বেয়ারের জিএম সরষের মতোই:**বেয়ারের সরষে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে বাতিল করেছিল। ২০০২ সালে বার নসে ও বারস্টার জিন সমন্বিত হাইব্রিড GM সরষে সম্পর্কে আবেদন ভারতীয় নিয়ন্ত্রক বাতিল করেছিল। বেয়ারের একটি উপসংস্থা প্রো–অ্যাগ্রোর বাণিজ্যিক চাষের অনুমতি বিভিন্ন কারণে বাতিল হয়। ICAR জানিয়েছিল যে GMO সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং আর ফলাফল বিষয়ে তারা সন্তুষ্ট নয়। এছাড়াও বলা হয়েছিল, সবজি হিসেবে সরষের(সরষে খালি তৈলবীজ নয়—এর পাতা আর বীজ মানুষ সরাসরি খায়) কোনও পরীক্ষা এই ফলাফলে নেই। এছাড়াও নিয়ন্ত্রকরা যে সমস্ত জায়গায় প্রয়োজন নেই, সেখানে এই সরষের বিস্তার কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তার সদুত্তর খুঁজে পাননি। সবচেয়ে জরুরি হল এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে প্রো–অ্যাগ্রোর সরষেটি হার্বিসাইড সহনশীল।যদিও শস্য–উদ্যোক্তার বক্তব্য হল, হার্বিসাইড সহনশীলতা একটি মার্কার কারিগরি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জিএম সরষে বাণিজ্যিকরণের প্রাথমিক কারণ এটা নয়। নিয়ন্ত্রকরা ঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, GMO'র উপর বেআইনি হার্বিসাইড ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা থেকেই যাবে এবং তা ঠেকানোও অসম্ভব কাজ। এই সমস্ত কারণ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএম সরষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৪। **সরষে ফলনে প্রথম সারির রাজ্যগুলি সহ অনেক রাজ্য সরকারই এই সরষের ফিল্ড ট্রায়ালেরও বিরোধী :** রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও হরিয়ানার মতো বিপুল সরষে উৎপাদনকারী রাজ্যগুলি এই সরষের মাঠ পরীক্ষাও করতে চায় না। সংবিধানমতে কৃষি ভারতে রাজ্যের বিষয়– GMO বিষয়ক অনুমোদনে যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিটি বেগুন নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি মূল বিবেচ্য বিষয়গুলির একটি ছিল।

৫। **ভারত সরষে–বৈচিত্রের পীঠভূমি :**বেগুনের ক্ষেত্রেও যেমন,তেমনই সরষে ক্ষেত্রেও, ভারত বৈচিত্রময়। এমন বৈজ্ঞানিকও আছেন যাঁরা বলেন ভারত সরষের উৎস। যে সমস্ত শস্যে আমাদের দেশ উৎস বা বৈচিত্রের আধার সেই সেই ক্ষেত্রে বিষয়টিকে হালকা করে দেখার বিরুদ্ধে যথার্থ সুপারিশ রয়েছে।

৬। **জিএম শস্যের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব,দূষণ অবশ্যম্ভাবী:**এর পৃথিবীময় বহু উদাহরণ ছড়িয়ে আছে।জিএম সরষে উদ্ভাবক নিজেও

একই কথা বলেছেন।এই সরষে চাষে সম্মতির ফল হল জৈবিক এবং দৈহিক দূষণ।এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে জৈব চাষি এবং তাঁদের স্বীকৃতির ওপর।এছাড়া আগাছা বাড়বে। নিয়ন্ত্রণ করা যায়না এমন আগাছার উদয় হবে। ২০০৭ সালে GMO বিষয়ক এক জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট একটি আদেশ জারি করে এই মর্মে বলে,সরকারকে দূষণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। **দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সরষে হার্বিসাইড সহনশীল কিন্তু দেখানো হচ্ছে অধিক উৎপাদনশীল জিএম হাইব্রিড হিসেবে :** এই সত্যকে এড়িয়ে যেতে চাওয়া হচ্ছে যে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএম সরষের ভেতর হার্বিসাইড সহনশীল জিন রয়েছে। নিয়ন্ত্রকরা এ ঘটনা উপেক্ষা করতে পারেন না। বাস্তবিক পক্ষে হার্বিসাইটড সহনকারী শস্য হিসেবে চাষিদের এই শস্য ব্যবহার এবং জিএম সরষের উপর বেআইনিভাবে হার্বিসাইড ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার কোনও উপায় নেই। ভারতের অনেক খ্যাত সংস্থাই হার্বিসাইড সহনশীল জিএম সরষের চাষ শুরু করার বিরুদ্ধে সুপারিশ করেছে। কারণ এর স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত প্রভাব ছাড়াও আর্থ–সামাজিক তাৎপর্য রয়েছে। এর ফলে কৃষিমজুর, বিশেষত মহিলারা যারা খেত থেকে আগাছা তুলে কিছু আয় করতেন তারা বঞ্চিত হবেন। এই সব কারণে ভারতীয় কৃষিতে HT (Herbiside Tolerant) জিএম সরষের কোনও জায়গা নেই।

৮। **জিএম শস্য তৈরির যেসব জিন ব্যবহার করা হয়েছে তার ফলে একে বলা হবে গার্ট** (Genetic Use Restriction Technology):জিন করিগরির মাধ্যমে পুং প্রজনন ক্ষমতা করার উদ্দেশ্য একটি বারনাসে জিন জিওমও সরষেতে হাইব্রিডের পেরেন্ট্যাল লাইন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বাণিজ্যিক চাষের অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ভারতের PPVFR (Protection of Plan Varieties & Farmers Rights act) আইন GURT–কে এমন কারিগরি হিসেবে বর্ণনা করে যা মানুষ,পশুপাখি ও গাছের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

৯। **আয়ুর্বেদে সরষের ব্যবহার:**খাদ্য এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধে সরষে ব্যবহৃত হয়। বীজ ও তেল দুই হিসেবেই সরষের আলাদা আলাদাভাবে নানা ব্যবহারের নিদান আর্য়ুবেদে আছে। এ ধরনের ব্যবহারের ক্ষেত্রে জিএম সরষের প্রতিফল কী হবে তা একেবারেই পরিস্কার নয়। এ বিষয়ে খুব একটা পর্যালোচনাও হয়নি।

১০। **মৌমাছি ও মৌপালনে ক্ষতিকারক প্রভাব :** জিএম সরষে মৌমাছির উপর ব্যাপক বিরুপ প্রভাব ফেলবে। বিভিন্ন সমীক্ষা (জিএম বীজ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকরা আদৌ কিছু করছেন কি?) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এর ফলে ফলনের ক্ষতি হবে–ক্ষতি হবে মধু উৎপাদনেরও।মৌপালন ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প এবং ভারতীয় মৌ–পালকরা সরষের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।সরষের চাষের সঙ্গে মৌপালনে সরষের উৎপাদন প্রায় ২০–২৫% বেড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তা মধু উৎপাদনেও সাহায্য করে যা মৌ–পালকদের বাড়তি আয়ের সুযোগ করে দেয়। নিকট অতীতে যেখানে জিএম ক্যানোলা চাষের এলাকা রয়েছে সেখানে ভারত জিএম সরষের বাণিজ্যীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর হার্বিসাইডের প্রভাবের চূড়ান্ত তথ্য পাওয়া গেছে। তথ্য পাওয়া গেছে খাদ্য ও পরিবেশের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব সম্বন্ধে। এছাড়া নিয়ন্ত্রকদের ওপর সুপ্রিম কোর্টের সুনির্দিষ্ট আদেশ থাকা সত্ত্বেও, এই সরষে বিষয়ক জৈব সুরক্ষরা তথ্য কোনও গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়নি। অতীতে সরকারি ক্ষেত্রের জিএমও–র পরীক্ষানীরিক্ষা বিষয়ে নিয়ন্ত্রকরা ছাড় দিয়েছিল। তারপর থেকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রকদের ক্ষেত্রে নতুন এমন কিছু ঘটেনি, যাতে তাদের উপর আস্থা বাড়ে। এ ধরনের অনিরাপদ ও বিপজ্জনক কারিগরি থেকে আমাদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে এদের উপর ভরসা রাখার মতো কোনও অতিরিক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় ন।

জিএম সরষে আমরা চাইনা,আমরা চাই জিএমও থেকে বিপদমুক্ত খাদ্য,স্বাস্থ্য ও পরিবেশ।

কৃষি ও উপভোক্তা বিষয়টি যেহেতু বাজ্যের এক্তিয়ারে তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএম সরষে বিষয়ে বিশদে জানতে ওয়েবসাইট WWW.indiagmin.org

কোয়ালিশন ফর এ জিএম ফ্রি ইন্ডিয়া ও জিএম ফ্রি ওয়েস্ট বেঙ্গল এই দুই সমিতির পক্ষে জনস্বার্থে প্রচারিত।